দৈনিক সংবাদ

22

তারিখ ... FEB 13 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম

গুরুত্বপূর্ণ বেশ কটি বই এখনো তারা হাতে পায়নি ॥ পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত

মফস্বল ডেস্ক ঃ দেশব্যাপী সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে এক থেকে দেড় মাস হতে চললো। এখনো তাদের হাতে প্রত্যাশিত বই পৌছায়নি। ফলে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকমহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সময়মতো পাঠ্যবই না পাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেমন দারুণভাবে ক্ষতি বা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি অভিভাবকবৃন্দও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারপরনাই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো আজ এ সংক্রান্ত কিছু বিবরণ পত্রস্থ করা হচ্ছে ঃ

নীলফামারী থেকে সংবাদদাতা ঃ টেক্সট বুক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বাজারে সকল বই প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও এই সময় পার হবার ১০ দিন পরেও বাজারে এখনো ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বই আলোর মুখ দেখেনি। এগুলো হলোঃ নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক জ্যামিতি, বাংলা সাহিত্য/গদ্য, বাংলা সাহিত্য/দ্য, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান এবং অষ্টম শ্রেণীর গণিত ও সামাজিক বিজ্ঞান। এসব বইয়ের মধ্যে কিছু পুরাতন সংস্করণের বই ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়েই বাজার থেকে কিনছেন। কিন্তু কিছু কিছু বইয়ের পুরাতন সংস্করণও বাজারে না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েছে।

লক্ষীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দু হাজার সালের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে ভূগোল বই ছাড়া আর অন্য কোন পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন করা হবে না এরকম সিদ্ধান্ত ছিল । মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬০টি বইয়ের মধ্যে শুধু ভূগোল বইয়ের এবার নতুন করে ছাপার কথা থাকলেও হঠাৎ করেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে যে, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ৯টি বই নতুন সংস্করণ করা হবে এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ৬টি পুরনো বইয়ের পাশাপাশি ডিউ পার্ট চালু থাকবে এবং এসব বই জানুয়ারির মধ্যে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জানুয়ারি মাস গেল, ফেব্রুয়ারি চলছে। এখন পর্যন্ত এসব বইয়ের একটিও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়েছে দারুণ বিপাকে এবং অভিভাবকরা চরমভাবে উদ্বিগ্ন।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেলদুয়ার থানার শিক্ষা অফিসের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানান সরকারি রেজিস্টার্ড, নন রেজিস্টার্ড, কমিউনিটি এবং স্যাটেলাইট মিলিয়ে থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ১০৪টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭টি।

এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এখনো না আসায় শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই দেলদুয়ার থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌছায়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জানিয়েছে কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া স্বাভাবিকভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঝালকাঠি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও জেলার ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৩৩ শতাংশের হাতে প্রয়োজনীয় বই পৌছেনি। বাইরে এমন বইয়ের কোন কোনটি চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

জানা গেছে, এসব জেলার প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের চাহিদা ছিল ৩ লাখ ২৩ হাজার ৭শ ৯৩টি। জানুয়ারি শেষ হয়ে ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হলেও এক-তৃতীয়াংশ বইও জেলায় পৌছেনি। এ যাবৎ বিভিন্ন শ্রেণীর ২ লাখ ২৩ হাজার ৭শ ৯০ খানা বই জেলার ৪টি থানার জন্য পাওয়া গেছে।

চলতি বছর বিভিন্ন প্রেসে বই ছাপিয়ে প্রেসের মাধ্যমেই চাহিদা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে জেলা সদরে পৌছেছে। যেগুলো আবার জেলা অফিস থেকে থানা অফিস হয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের হাতে পৌছানো হয়। বিতরণ কাজে এভাবে কালক্ষেপণ করায় বিঘ্ন ঘটছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায়।

গাইবান্ধা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাইবান্ধায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ শুরু না হওয়ায় ১ হাজার ৫শ ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী পাঠদান কর্মসূচি বন্ধ রয়েছে। এতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা বর্ষের দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনো পাঠ্যবই তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। বরাদ্দ করা পাঠ্যবইয়ের অভাবে এখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ এখনো শুরুই হয়নি।

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নতুন বই সরবরাহ না হওয়ায় পিরোজপুর জেলার সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরুই করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রাথমিক স্তরের আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর পড়াশুনায় মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র থেকে জানা গেছে, জেলার ৬টি থানায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬শ ৬টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড ৩শ ১৯টি, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২টি, উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে ১৭টি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার সাথে রয়েছে ১শ ৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ের জন্য ১ লাখ ৬ হাজার ২শ ৬২ সেট নতুন বই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বই সরবরাহে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

গত ৩০শে জানুয়ারি পর্যন্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত বইয়ের মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৌছেছে।

সখীপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে না পেয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাচ্ছে না। ক্ষেত্র বিশেষে চাহিদার তুলনায় কম সংখ্যক বই বিলি-বন্টন করতে গিয়ে রীতিমতো বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন শিক্ষকরা। বইয়ের সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

গাজীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করে জানা যায়, জেলার পাঁচটি থানা এবং দুটি পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মোট ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৭৯১টি বই বিতরণের কথা থাকলেও মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৪টি বই পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ৫ হাজার ৮৯৬টি বই বিতরণ করা হয়েছে এবং বাকি ১ লাখ ২৫ হাজার ৯৯৮টি বই অতিসত্বর বিতরণ করা হবে বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়। তবে বাকি বই কবে পাওয়া যাবে এ তথ্য পাওয়া যায়নি।

একদিকে নতুন বই না পাওয়া অপরদিকে পড়ার অনুপযোগী পুরানো বইয়ের কারণে শিক্ষার্থী অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এর ফলে শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পর একমাস অতিবাহিত হওয়ায় এসব সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই অবাধে জেলার সর্বত্র বিভিন্ন বইয়ের দোকানে বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অসাধু মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা নগদমূল্যে এসব বই-পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে আর বাধ্যহয়ে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে এসব বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।